DAINIK SAMBAD
13-07-2018

ইকফাইয়ে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ আজ

কামালঘাট

১২ জুলাই ঃ বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য একটি মনোবিকাশ কেন্দ্রও চালাচ্ছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়। এবার দিব্যজ্ঞানীদের কল্যাণেও এগিয়ে এলো কামালঘাটস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস ইয়থ ইনটেলেকচুয়াল ডিজ্যাবিলিটিস বা এনআইইপিআইডি ত্রিপুরা দিব্যজ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অমিত শুক্লা এবং এনআইইপিআইডির পূর্বোত্তরীয় কো-অর্ডিনেটর মৌসুমি ভৌমিক। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। চারটি বিভাগে মোট ৩৪২ জন দিব্যজ্ঞানী ব্যক্তিকে শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হবে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে এই সামগ্রীগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। আলাদা আলাদা কিট ব্যাগে থাকা শিক্ষাসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, বিশেষভাবে ছাপানো বই, গণনার ব্লক, পাজল এবং ঘরোয়া ক্রীড়াসামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রীর সঠিক ব্যবহারের জন্য দিব্যজ্ঞানী শিশুদের অভিভাবক এবং অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

22 CM.

TRIPURA OBSERVER 13-07-2018

Teaching -Learning Material distribution today

NIEPID, ICFAI desires to help intellectual disables

By Our Reporter

Agartala: Jul 12. National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (NIEPID) has recognized social initiatives of ICFAI University Tripura by entrusting it with the responsibility for distribution of Teaching-Learning Materials among Persons with Intellectual Disabilities in Tripura. The NIEPID, an unit under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, has supplied 342 kit bags of Teaching and Learning Materials for distribution.

The kit bags contain functional items for teaching and learning. These will be distributed among intellectually disable persons amid a function at Kamalghat Campus of ICFAI University, Tripura on Friday. Minister for Health & Family Welfare, PWD (DWS), Industries & Commerce and Science, Technology & Environment Sudip Roy Barman will grace the programme as Chief Guest.

Santana Chakma, Minister for Social Welfare & Social Education and Animal Resource Development Department, will grace the programme as Special Guest. MLA Krishnadhan Das, the Director of Higher and Elementary Education Amit Shukla and Mousumi Bhaumik, the NE Coordinator of NIEPID, will attend the programme as Guests of Honour. Prof. Biplab Halder, the Pro-Vice Chancellor of ICFAI University, Tripura, will preside over the distribution programme.

The Teaching-Learning Material are being distributed free of cost to the persons with Intellectual Disabilities or Mental Retardation. The TLMs are categorized into various age groups. The parents of the children with Intellectual disabilities will be trained on using the TLM. The materials include mobile phone, calculator, functional reading books, mathematical counting blocks, watch, measuring tape, puzzle and snake & ladder.

Besides distribution of TLM, orientation and training program will be conducted for Anganwadi and Elementary Education Teachers at University Campus on Saturday. The assessment and training camp has been organized at Belonia, South Tripura on yesterday and today in association with Organization for Rural Survival, Belonia.

39 CM.

AJKER FARIAD 13-07-2018

ত্রিপুরায় দিব্যজ্ঞানীদের কল্যাণ উদ্যোগী ইকফাই, কেন্দ্রের সহায়তায় আজ কামালঘাটে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

কামালঘাট, ১২ জুলাই: বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য একটি মনোবিকাশ কেন্দ্রও চালাচ্ছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়। এবার দিব্যজ্ঞানীদের কল্যাণেও এগিয়ে এলো কামালঘাটস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ইনটেলেক্টুয়াল ডিজ্যাবিলিটিস বা এনআইইপিআইডি ত্রিপুরার দিব্যজ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সুদীপ রায় বর্মন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী শান্তনা চাকমা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বুনিয়াদি শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা অমিত শুক্লা এবং এনআইইপিআইডির পূর্বোত্তরীয় কো-অর্ডিনেটর মৌসুমী ভৌমিক। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। চারটি বিভাগে মোট ৩৪২ জন দিব্যজ্ঞানী ব্যক্তিকে শিক্ষা সামগ্রী দেওয়া হবে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে এই সামগ্রীগুলি বিতরণ করা হচ্ছে। আলদা আলাদা কিট ব্যাগে থাকা শিক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, বিশেষভাবে ছাপানো বই, গণনার ব্লক, পাজল এবং ঘরোয়া ক্রীড়া সামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রীর সঠিক ব্যবহারের জন্য দিব্যজ্ঞানী শিশুদের অভিভাবক এবং অঙ্গ নওয়াড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

28 CM.

Scanned by CamScanner

DAINIK SAMBAD 14-07-2018

দিব্যজ্ঞানী শিশুদের উন্নতিতে সবার পরামর্শ চান স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সংবাদ প্রতিনিধি

মোহনপুর, ১৩ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের শুধু শিক্ষার ডিগ্রি প্রদানই নয়, বিভিন্ন সামাজিক কাজেও এগিয়ে এসেছে কামালঘাটস্থিত প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা রয়েছে এরকম ৩৪২ জন শিশুর মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করল ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশে একটি বার্তা দেন।

এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যার শিশুদের জন্য আরও কী করা যায় তারা যেন রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেন। রাজ্য সরকার এমনিতেই এ কাজে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে। এ দিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমাজ এবং অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, এ ধরনের শিশুদের তারা যেন কখনও বোঝা না ভাবে। বরং এদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করার মনোবৃত্তি গড়ার পাঠ দিন। সে সকল শিশুদের মধ্যে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে। সেগুলো খুঁজে বের করে বিকশিত হতে সাহায্য করার জন্য বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবর্মণ স্পষ্ট বলেছেন, সে সকল শিশুদের বোঝা না ভেবে তাদের প্রতিভার সম্পদ ভাবুন। তারাও তখন এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাবে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দা এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ইনটেলেকচুয়াল ডিজএবিলিটিস বা এনআইইপিআইডি ত্রিপুরা দিব্যজ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিল। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে যে সামগ্রীগুলো বিতরণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, বিশেষভাবে ছাপানো বই, গণনার ব্লক, পাজল এবং ঘরোয়া ক্রীড়াসামগ্রী। এ সকল সামগ্রী কীভাবে ব্যবহার হবে তার জন্য শিশুদের অভিভাবকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ দিন অনুষ্ঠানের সম্মাননীয় অতিথি বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা রয়েছে এমন শিশুদের এগিয়ে আসতে অভিভাবকদের মানসিকভাবে আরও মানবিক হয়ে উঠতে হবে।

যাতে তারা অনুভব করতে পারে এ সমাজে তারাও অনেক কিছু করতে পারবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আগে ভাষণদানকালে বিধায়ক শ্রীদাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন রাখেন রাজ্যের দুটি হাসপাতালের কোনও বিল্ডিংয়ে এ ধরনের শিশুদের কেয়ারের জন্য একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করার জন্য, যাতে শিশুরা থার্পি এবং টিচিং প্র্যাকটিস করতে পারে ওইখানে। শহরে থাকলে বাস্ত মাবাবারা যেন সেখানে রেখে যেতে পারে কাজে যেতে। তাছাড়া তিনি বলেন, সার্টিফিকেটে যেন এনআর লেখাটি দিয়ে দেওয়া হয়। এ দিন অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অমিত শুক্লা, এনআইইপিআইডির পূর্বোত্তরীয় কো-অর্ডিনেটর মৌসুমি ভৌমিক। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক বিপ্লব হালদার।

45 CM.

Scanned by CamScanner

SYANDAN PATRIKA 14-07-2018

ইকফাইয়ে প্রতিবন্ধী সামগ্রী বণ্টন

স্যন্দন প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ জুলাই।। এনআইইপিআইডি এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিকাশে ব্যবহৃত সামগ্রী প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় এই অনুষ্ঠানটি। আমাদের রাজ্যে বিশাল সংখ্যায় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে রয়েছে। যারা আরো পাঁচটি ছেলে মেয়ের মত স্বাভাবিক জীবনযাপন কাটাতে পারে না। তাঁদের শিক্ষা, খেলা এবং মানসিক বিকাশের জন্য বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। সেই পদ্ধতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে কিছু বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার করা হয়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর গবেষণা করা হয়েছে তার উপর। শুক্রবার ঐ সমস্ত সামগ্রী বিনামূল্যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সামগ্রীগুলো ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী খুশি ব্যক্ত করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কাছে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রতি অভিভাবক,

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কি করলে তারা আরো এগোতে পারবে। আর সেই অভাব বা প্রয়োজনগুলি রাজ্য সরকারকে পরামর্শ হিসেবে দিতে হবে। রাজ্য সরকার অবশ্যই চেষ্টা করবে সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য। তিনি আরো বলেন, এই শিশুদের প্রতি সমাজের মানুষেরও দায়িত্ব রয়েছে। সমাজ যদি এদের আপন করে নেয় তাহলে তারা নিজেদের দুর্বল এবং একা ভাববে না। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়জলার বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস, বামুটিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, ডঃ মৌসুমী ভৌমিক প্রমুখ। তবে অনুষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা প্রায় দুই ঘণ্টা দেরিতে আসায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের।

30 CM.

Scanned by CamScanner

TRIPURA OBSERVER 14-07-2018

ICFAI University praised for social activities

Children with disabilities can emerges as social asset: Sudip

By Our Reporter

Agartala: Jul 13. Health minister Sudip Roy Barman today said "The children with disabilities are not burden on the society rather they would emerge out as social asset if the society gives a collective nurture to them".

In a programme of National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (NIEPID), the ICFAI University Tripura on Friday once again exemplarily contributed towards the social cause at Kamalghat Campus. Teaching and Learning materials were distributed among 342 children with Intellectual Disabilities under welfare scheme of Ministry of Social Justice and Empowerment.

Health and Family Welfare Minister Roy Barman formally inaugurated the distribution programme amidst presence of two MLAs Dr Dilip Kumar Das and Krishnadhan Das along with Higher Education Director Amit Sukla, NE Coordinator of NIEPID Dr. Mousumi Bhaumik and Deputy Disabilities Commissioner Achintam Kilikdar.

Addressing at the function, the Health minister urged upon all sections of people to help such children for proper physical and mental development. Proper guidance and nurture can help these individuals with disabilities to stand up in their life and will be able to achieve certain parameters of success which will help to hold their head high.

He highly praised ICFAI University, Tripura for taking up such noble initiatives for the social welfare. I feel proud to visit such esteemed University for the first time, he commented and said, he did not know that an educational institute could devote its entire infrastructure and manpower for the welfare of children with disabilities.

He also inaugurated a Centre for Disabilities at University Campus.

Earlier, the Pro-Vice Chancellor Prof. Biplab Halder in his welcome speech reiterated University's commitment for welfare of children with disabilities. The Vote of Thanks was conveyed by Registrar Dr. A Ranganath.

Health minister Sudip Roy Barman distributes teaching and learning materials among the persons with disabilities at ICFAI University campus, Kamalghat on Friday.

CUTTING OF HILL SLOPE AND

66 CM.

Scanned by CamScanner

BITIRNA TRIPURA 14-07-2018

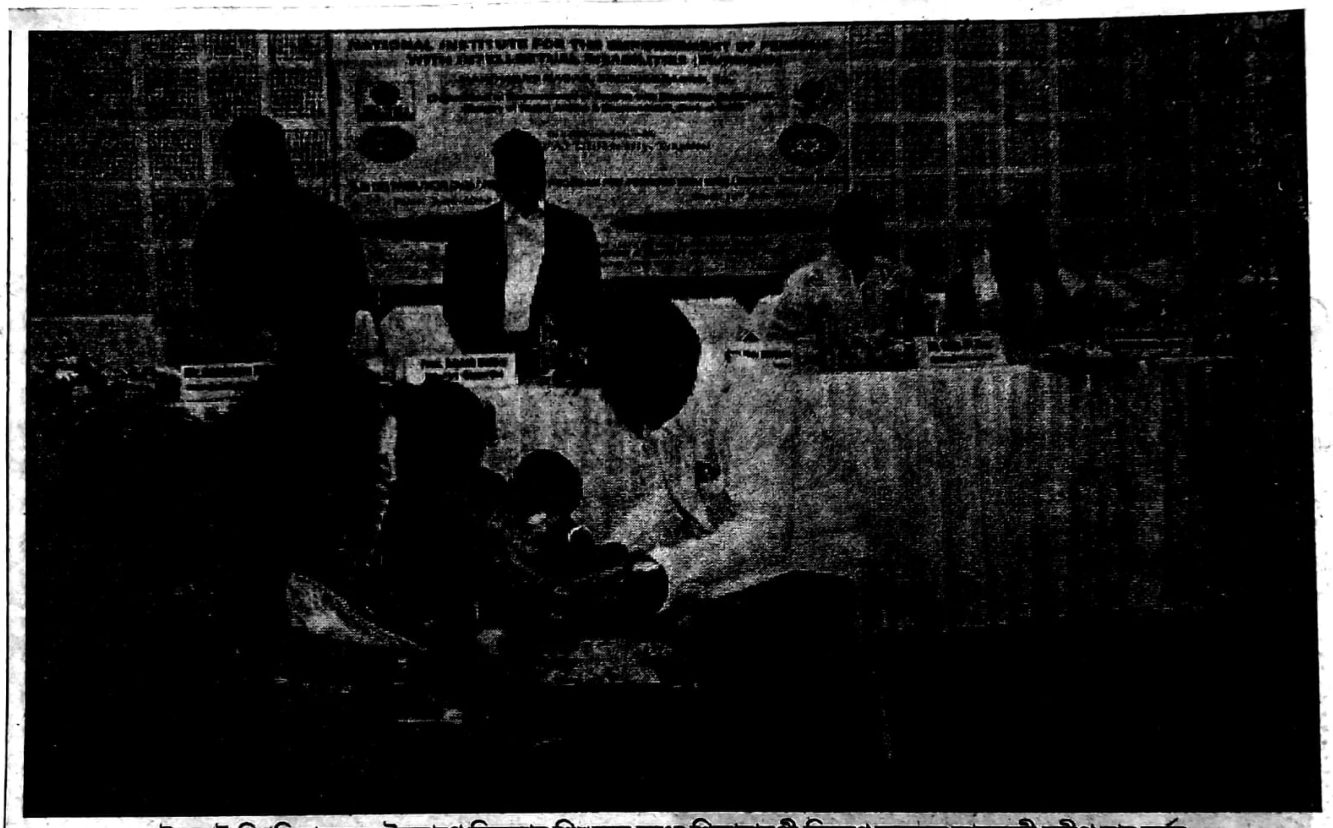

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দিব্যজ্ঞান শিশুদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন

44 CM.

Scanned by CamScanner

BITIRNA TRIPURA 16-07-2018

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

দিব্যজ্ঞানী শিশুদের কল্যাণে সবার সক্রিয় সহায়তা চাইলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

কামালঘাট, ১৫ জুলাই।। "অপরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশজনিত কারণে বিভিন্নভাবে অক্ষম শিশুরা সমাজের বোঝা নয়। ওদের পরিচর্যার সবাই মিলে সঠিকভাবে নজর দিলে এই শিশুরাই একদিন সমাজের সম্পদ হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণ ও তাদের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকার খুব সহসাই প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শুক্রবার কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ত্রিপুরার দিব্যজ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সমাজকল্যাণে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পানীয় জলও স্বাস্থ্যবিধান, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, সারা দেশেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম সিশুদের নানা ধরনের অসুবিধা রয়েছে। অক্ষমতার শংসাপত্র বাসরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এসমস্ত সমস্যা নিরসনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা দরকার, একথা জানিয়ে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রথমবার এলাম। এমন সুন্দর পরিকাঠামো দেখে সত্যিই গর্ব অনুভব হচ্ছে। আমার জানা ছিল না একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণেও এমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সমস্ত শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীদের এহেন সামাজিককাজে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত একটি মনোবিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী এবং এই কেন্দ্রের সুযোগ নিতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বড়জলা ও বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়কদ্বয় ডাঃ দিলীপ কুমার দাস এবং কৃষ্ণধন দাস, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অমিত শুক্লা এবং ডেপুটি জিজঅ্যাবিলিটিস কমিশনার অচিন্ত্যম কিলিকদার আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের সকলেই দিব্যজ্ঞানী শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস্ উইথ ইনটেলেক্টুয়াল ডিজ্যাবিলিটিস বা এনআইইপিআইডি-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এধরনের উদ্যোগ নিলে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার সহ উপাচার্য অধাপক বিপ্লব হালদার জানান, গুণমানসম্পন্ন বিভিন্ন কোর্সে চালানোর পাশাপাশি সমাজকল্যাণেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে বদ্ধপরিকর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশেষত শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের কল্যাণে বহুবিধা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একাজে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ---আইইপিআইডির পূর্বোত্তরীয় কো-অর্ডিনেটর ডঃ মৌসুমী ভৌমিক দিব্যজ্ঞানী শিশুদের সার্বিক বিকাশ সকলের সহায়তা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দিব্যজ্ঞানী শিশুদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ তিনজন শিশুর হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেন। এসময় এক অভিভাবিকার অশ্রুসজল নয়ন দেখে তিনি অনেকটা আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানমঞ্চে মোট দশজন শিশুকে শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হয়। বাদবাকি ৩৩২ জন শিশুকে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ।

80 CM.

Scanned by CamScanner